



Islamic Religious Council of Singapore

Friday Sermon

15 December 2023 / 2 Jamadil Akhir 1445H

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ওপর ভরসা স্থাপন করা

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا هَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ،
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.
أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللَّهِ، اتَّقُوا اللَّهَ، أَوْصِيكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ،
فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُونَ.

জুম্মায় আগত সকল মুসুল্লী ভাই ও বোনেরা,

আসুন, মহান আল্লাহ সুবহানাছ ওয়াতাতাআলার সকল নির্দেশ পালন করে এবং তিনি যা যা নিষিদ্ধ করেছেন সেগুলি করা থেকে বিরত থেকে আমরা মহান আল্লাহ সুবহানাছ ওয়াতাতাআলার প্রতি আমাদের তাকওয়া আরো বাড়িয়ে তোলার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখি। আমরা যেন এই দুনিয়ার সকল বামেলা সুষ্ঠুভাবে সমাধান করার শক্তি অর্জন করার রহমত মহান আল্লাহ সুবহানাছ তা আলাহ কাছ থেকে পেতে পারি। আমীন।
ইয়া রাব্বাল আলামীন!

সম্মানিত মুসলমানবৃন্দ,

গত কয়েক সপ্তাহের খুতবায়ে আমরা প্রতিদিন পড়ার মত অনেকগুলো দোয়া আপনাদের কাছে তুলে ধরেছি। আজ আমি আপনাদের জন্য আরেকটি দোয়ার কথা আলোচনা করব যে দোয়াটি নবী করিম (সঃ) এর শেখানো দুশ্চিন্তা ও বিষন্নতা দূরীকরণ একটি দোয়া;

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَأَعُوذُ بِكَ
مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ غَلْبَةِ الدِّينِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ

অর্থঃ হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছ আশ্রয় চাই সকল শোক এবং দুঃখ থেকে, সকল জীর্ণতা ও আলস্য থেকে, আশ্রয় চাই সকল কৃপণতা ও ভীর্ণতা থেকে, সকল ঋণগ্রস্ততা ও অন্যের আধিপত্য থেকে। (ইমাম আল তিরমিজি কর্তৃক বর্ণিত হাদীস)

এই হাদীসটি থেকে যে শিক্ষা আমরা লাভ করতে পারি তা হলো আমাদের এই দুনিয়ার জীবন কোন সমস্যা এবং বাধাবিহীন জীবন নয়। এখানকার ঝামেলা মানসিকভাবে, ধর্মীয়ভাবে এবং মনস্তাত্ত্বিকভাবে আমাদের ওপর প্রভাব ফেলে। তবে, যে কোন সমস্যাই আসুক না কেন, আমাদের মনে রাখতে হবে মহান আল্লাহ সুবহানাছ তা আলা সবচেয়ে বড় পরিকল্পনাকারী। এই হাদীস থেকে আমরা আমাদের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা-স্বপ্ন মহান আল্লাহ সুবহানাছ তা আলায় নিকট ন্যস্ত করার শিক্ষা লাভ করি। আমাদের ধর্মও আমাদেরকে সর্বকম ঝামেলা এবং দুশ্চিন্তা থেকে নিজেকে রক্ষা করার শিক্ষা দেয়।

প্রকৃতপক্ষে, আমাদের নবী এবং ধর্মপ্রচারকগণও নানানরকম কঠিন ও বেদনাদায়ক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে জীবন পার করেছেন এবং তাঁদের এইসব অভিজ্ঞতার মধ্য থেকে আমাদের জন্য অনেক শিক্ষণীয় বিষয় রেখে গেছেন।

সূরা ইউসুফের ৮৬ নম্বর আয়াতে বলা আছে,

قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨٦﴾

সে বলল, ‘আমি আল্লাহর কাছেই আমার দুঃখ বেদনার অভিযোগ জানাচ্ছি। আর আল্লাহর পক্ষ থেকে আমি যা জানি, তোমরা তা জান না’।

এইমাত্র যে আয়াতটি পাঠ করা হল, তা মূলতঃ মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা আলার প্রতি নবী ইয়াকুব (আঃ) এর অকুণ্ঠ আস্থার একটি ঘোষণা। পবিত্র কোরানে এই আয়াতের সংগে আমাদের নবী ইয়াকুব (আঃ) এর দুই সন্তান হারানোর নির্মম বেদনাদায়ক কাহিনী বর্ণিত আছে। এই দুই সন্তানের একজন হলেন তাঁর প্রিয় পুত্র নবী ইউসুফ (আঃ)।

ইমাম আস সাদির তাঁর ‘তফসির’ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে নবী ইয়াকুব (আঃ) এর এই বেদনা এত তীব্র ছিল যে, এতে তাঁর চোখ অন্ধ হয়ে যায় এবং শরীর এতটা দুর্বল হয়ে যায় যে তিনি বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেন তবে, এতটা দুঃখ বেদনার মধ্যেও মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা আলার প্রতি তাঁর বিশ্বাস অবিচল থাকে। আসলে, তিনি তাঁর জীবনের যাবতীয় অভিযোগ কেবলমাত্র মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা আলার নিকটই পেশ করতেন এবং সন্তান হারানোর যাবতীয় দুঃখ তিনি সম্পূর্ণ আল্লাহর হাতে সমর্পন করতেন।

সম্মানিত মুসলমানবৃন্দ,

আমরা আমাদের জীবনের দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়ে যখন যাই এবং সারা পৃথিবীতে চলমান নির্মানবিক বিপর্যয় অবলোকন করি তখন আমরা মহান আল্লাহ তা আলায় শরণ বা আশ্রয় গ্রহণ করি এবং আমাদের অনুভূতিগুলি তাঁর কাছেই ব্যক্ত করি। তিনি সর্ব শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞানী এবং তিনিই একমাত্র যিনি আমাদের অন্তরের অনুভূতি জানেন। আমাদের অন্তরে যখনি কোন অস্বস্তিবোধ কাজ করে তখনই বুঝতে হবে এ

মহান আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার নিকট থেকে আসা একটি লক্ষণ যে আমাদের বুঝতে হবে যা কিছু ঘটে তার ভেতর একটি শিক্ষণীয় এবং প্রজ্ঞার ব্যাপার আছে।

আমাদের মন ও চেতনার ওপর চাপ সৃষ্টি করে এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন যখন আমরা হই তখন আমরা কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারি। এর মধ্যে দুইটি প্রস্তাবের কথা আমি আজ আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব;

প্রথমতঃ পবিত্র কোরানের আলোকে সবকিছু ব্যাখ্যা করে শান্তি লাভ করা

সম্মানিত ভাই ও বোনেরা,

প্রতিদিন প্রতিটি সময় আমাদের নিকট নিজের দেশের এবং অন্য দেশেরও চলমান বিভিন্ন বিষয়ে অসংখ্য তথ্য আসতে থাকে আর এগুলি আসে আমাদের মোবাইল ফোনে। আর এটা তো নিশ্চিত চলমান ঘটনা নিয়ে সর্বশেষ খবর সম্পর্কে অবহিত থাকাকাটা খুবই জরুরী। কিন্তু কিছু কিছু সময়ে আমাদের অন্তর এবং চেতনার বিশ্রাম দরকার। তথ্যের বাড়াবাড়ি আর কি! আমরা কিছু পড়ে বা কোরানের বানী সম্পর্কে চিন্তা করে আমাদের চোখগুলিকে একটু বিশ্রাম দিতে পারি। মহান আল্লাহ তা আলা সুরা আর রাদের ২৮ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করেছেন,

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿٢٨﴾

অর্থঃ “যারা ঈমান আনে ও আল্লাহর স্মরণে যাঁদের অন্তর প্রশান্ত হয়,; জেনে রাখো, কেবলমাত্র আল্লাহর স্মরণ দ্বারাই অন্তরসমূহ প্রশান্ত হয়।

আমরা যখন কুরআন তিলাওয়াত করি তখন যে শুধুমাত্র তার প্রতিটি উচ্চারিত অক্ষরের জন্য আমরা আল্লাহ সুবহানা ওয়া তাআলার দ্বারা পুরস্কৃত হব তা নয়, বরং তিলাওয়াত আমাদেরকে প্রশান্তি ও সুস্থিরতা দিতে পারে যা প্রতিটি মুসলমানের জন্য নিদারুণভাবে প্রয়োজন। আমরা যখন কুরআনের আয়াত

তীলাওয়াত করি, তখন আমাদের উচিত তা বুঝার চেষ্ঠা করা এবং উচ্চারিত আয়াতের মর্মার্থ নিজেদের জীবনে প্রতিফলিত করা।

কুরআন তীলাওয়াত করা ছাড়াও আমাদেরকে উৎসাহিত করা হয়েছে আল্লাহ সুবহানা তাআলার কাছে প্রার্থনা করতে এবং দীর্ঘদিন ধরে আমাদের হৃদয় ও মনের গভীরে পীড়া দিচ্ছে এমন সবকিছুর প্রতিকারের জন্য মিনতি জানাতে। আপনারা আল্লাহর মহিমান্বিত নামসমূহ উল্লেখ করে আন্তরিকতার সাথে ও অকপটে তার কাছে প্রার্থনা করুন। সব দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ ও দুঃখের কথা তার কাছে প্রকাশ করুন। তা করা যেতে পারে দিনের যে কোন সময়, কারণ আল্লাহ সবকিছুই শুনেন

সম্মানিত ভাই ও বোনেরা,

আপনাদের সংগে আমাদের দুশ্চিন্তা ও বিষন্নতা দূর করার জন্য দ্বিতীয় প্রস্তাবটি এখন আলোচনা করব।

আমাদের আবেগ অনুভূতি নিয়ে আল্লাহ সুবহানা ওয়া তাআলার কাছে অভিযোগ করা ছাড়াও আমাদের আস্থা রাখতে হবে এমন সব মানুষের উপর যাঁরা সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত আছেন, অথবা যাঁরা কমপক্ষে মনোযোগ দিয়ে আমাদের গভীর উদ্বেগ ও চিন্তার কথাগুলি শুনবেন। যখনই আমরা মানসিকভাবে অরক্ষিত বোধ করি তখন পরিবারের সদস্য, স্বামী বা স্ত্রী, বন্ধু-বান্ধব, এবং উস্তাদ আমাদের শক্তির স্তম্ভ হতে পারেন। একই সঙ্গে, যদি প্রয়োজন হয় তাহলে পেশাদার পরামর্শদাতার সাহায্য নেয়ার কথাও মনে রাখবেন।

আমার ভাই ও বোনেরা,

মনে রাখবেন, আস্থাভাজন কারও সঙ্গে আমাদের উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা শেয়ার করতে, এবং তাঁদের সাথে হৃদয় ও মনকে ভারাক্রান্ত করা কোন বিষয়ে কথাবার্তা বলতে ইসলামের কোন নিষেধ নেই। যদি কোন বিষয় সারাক্ষণ আমাদের চিন্তায় থাকে এবং তা আমাদের অনুভূতির উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে, তার জন্য একাকী নীরবে কষ্ট পাওয়া উচিত হবে না। নিজের এবং পরিবারের সকলের সুস্থতা নিশ্চিত করার জন্য আমাদের মানসিক ও শারিরিক স্বাস্থ্যের যত্ন নিতে হবে।

আসুন আমরা সমবেতভাবে আল্লাহ সুবহানা ওয়া তাআলার নিকট প্রার্থনা করি যেন তিনি আমাদের শক্তি দেন যাতে আমরা আমাদের হৃদয় ও মনের সকল অনুভূতিকে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। আল্লাহ সুবহানা ওয়া তাআলা যেন আমাদের সকলকে ইহকালে ও পরকালে শান্তি ও সাফল্য দান করেন। আমিন
ইয়া রাব্বুল আলামিন

أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ

الرَّحِيم

SECOND SERMON

الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَمَا أَمَرَ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ
لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللَّهِ، اتَّقُوا اللَّهَ
تَعَالَى فِيمَا أَمَرَ، وَانْتَهُوا عَمَّا نَهَاكُمْ عَنْهُ وَزَجَرَ.

أَلَا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى، فَقَدْ أَمَرَنَا اللَّهُ بِذَلِكَ حَيْثُ
قَالَ فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ: إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ
وَعَلِيٍّ، وَعَنْ بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالْقَرَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَتَابِعِي التَّابِعِينَ، وَعَنَّا
مَعَهُمْ وَفِيهِمْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ
وَالْأَمْوَاتِ. اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا الْبَلَاءَ وَالْوَبَاءَ وَالزَّلَازِلَ وَالْمِحْنَ، مَا ظَهَرَ
مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، عَن بَلَدِنَا خَاصَّةً، وَسَائِرِ الْبُلْدَانِ عَامَّةً، يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ.
اللَّهُمَّ انصُرْ إِخْوَانَنَا الْمُسْتَضْعَفِينَ فِي غَزَّةٍ وَفِي فِلِسْطِينَ وَفِي كُلِّ مَكَانٍ
عَامَّةً، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اللَّهُمَّ بَدِّلْ خَوْفَهُمْ أَمْنًا، وَحُزْنَهُمْ فَرَحًا، وَهَمَّهُمْ
فَرَجًا، يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً،
وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

عِبَادَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَادْكُرُوا اللَّهَ الْعَظِيمَ
يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَىٰ نِعْمِهِ يَزِدْكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِنْ فَضْلِهِ يُعْطِكُمْ، وَلَذِكْرُ
اللَّهِ أَكْبَرُ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.